দেনা মাফ ও ধনী হওয়ার ১১ দিনের আধ্যাত্মিক সাধনা

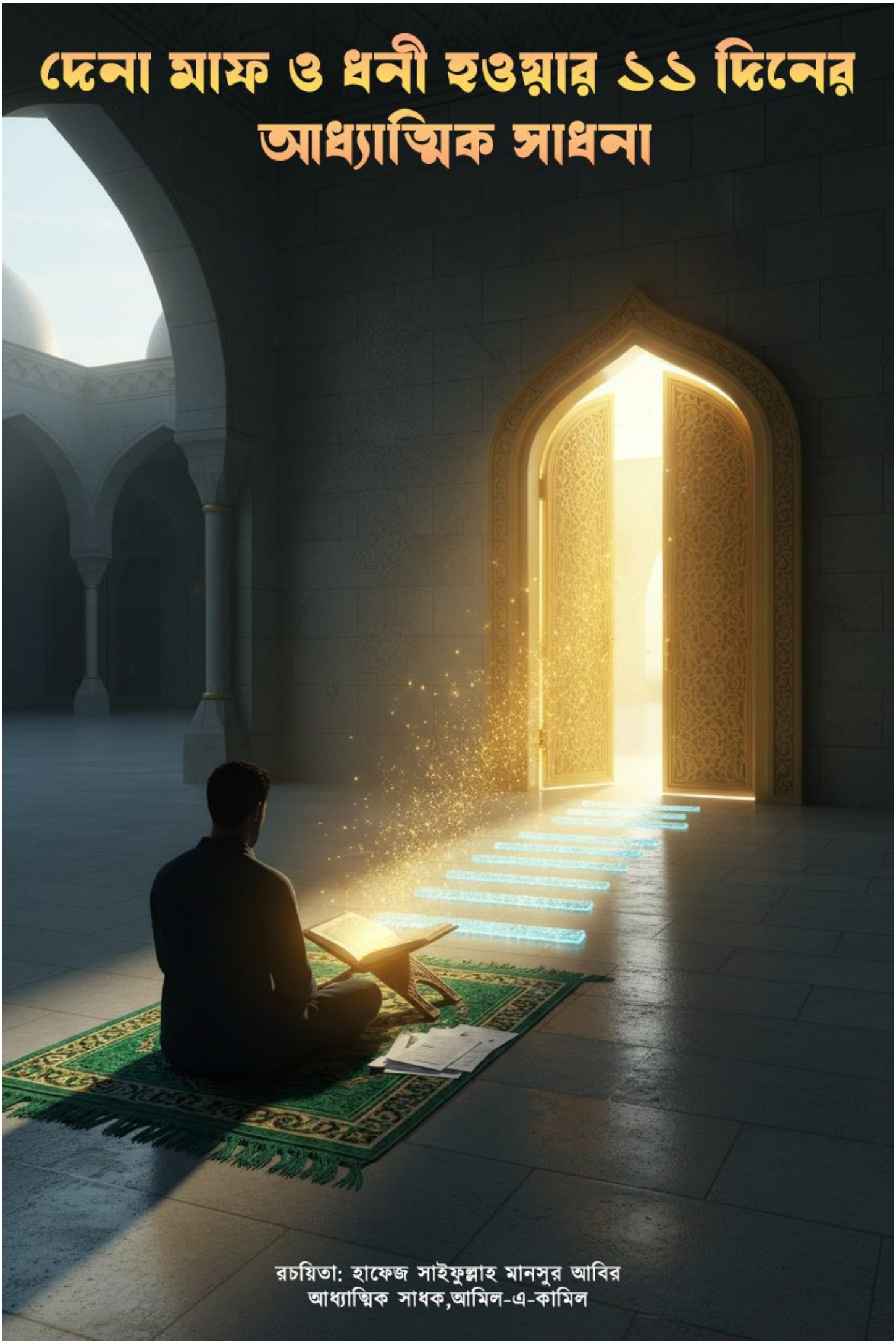

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

দেনা মাফ ও ধনী হওয়ার ১১ দিনের আধ্যাত্মিক সাধনা

ভূমিকা:

কল্পনা করুন, গভীর রাত, পৃথিবীর সবাই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন আপনার চোখের পাতা এক মুহূর্তের জন্যও এক হচ্ছে না।ঋণের বোঝা আপনার বুকের ওপর এমনভাবে চেপে বসেছে যেন মনে হচ্ছে কোনো বিশাল পাথর আপনার শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। পাওনাদারদের অপমান, পরিবারের সদস্যদের হতাশ মুখ এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা আপনাকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে।আপনি কি জানেন, এই চরম হতাশার অন্ধকার থেকেই এমন এক আলোর জন্ম হতে পারে যা মাত্র ১১ দিনে আপনার জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দেবে? এমন একটি আধ্যাত্মিক শক্তি যা হাজারো মানুষের ভাগ্য ফিরিয়েছে, যা পাহাড় সমান ঋণকে ধূলিকণার মতো উড়িয়ে দিতে পারে। আজ আমি আপনাদের সামনে উন্মোচন করতে যাচ্ছি সেই গোপন চাবিকাঠি, যা আল্লাহ তায়ালার গায়েবি খাজানা থেকে আপনার জন্য রিযিকের দরজা খুলে দেবে। আপনার চোখের পানি আজ শক্তিতে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ।

উপস্থাপক পরিচিতি:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি আপনাদের খাদেম, হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক ও আমিল-এ-কামিল। আজ আমরা প্রবেশ করব আধ্যাত্মিক জগতের এমন এক অধ্যায়ে, যেখানে বিশ্বাস আর আমল মিলেমিশে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে।

অধ্যায় ১: ঋণের করাল গ্রাস ও অন্ধকারের আর্তনাদ

মানুষ যখন ঋণের জালে আটকা পড়ে, তখন তার পৃথিবীটা ছোট হয়ে আসে এবং প্রতিটি নিঃশ্বাস যেন এক একটি যন্ত্রণার পাহাড় মনে হয়। সকালের সূর্যোদয় তার কাছে কোনো নতুন আশা নিয়ে আসে না বরং পাওনাদারের ভয়ে তার দিন শুরু হয় এক অজানা আতঙ্কে।সমাজের মানুষের বাঁকা দৃষ্টি আর অপমানজনক কথাগুলো তীরের মতো হৃদয়ে বিঁধতে থাকে, যা তাকে জীবিত থেকেও মৃতপ্রায় করে রাখে। ঘরের কোণে বসে থাকা সেই অসহায় মানুষটি নিজের স্ত্রী-সন্তানদের দিকে তাকাতে লজ্জা পায় কারণ তাদের মুখে দুমুঠো খাবার তুলে দেওয়ার সামর্থ্যও তার ফুরিয়ে আসছে।সে চারিদিকে শুধু অন্ধকার দেখে, মনে হয় যেন এই গর্ত থেকে বের হওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই এবং আত্মহত্যাই একমাত্র মুক্তির পথ। কিন্তু মনে রাখবেন, মুমিনের জন্য

হতাশা হারাম এবং আল্লাহ তায়ালা যখন কাউকে পরীক্ষায় ফেলেন তখন তার মুক্তির চাবিকাঠিও তিনি লুকিয়ে রাখেন। এই ঋণের আগুন আপনাকে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করার জন্য এসেছে, যদি আপনি সঠিক পথটি চিনতে পারেন।আপনার এই নীরব কান্না আল্লাহ শুনছেন এবং তিনি প্রস্তুত আছেন আপনাকে সাহায্য করার জন্য, শুধু প্রয়োজন আপনার একটি সঠিক ডাক।

অধ্যায় ২: দুনিয়াবি চেষ্টার ব্যর্থতা ও আধ্যাত্মিকতার খোঁজ

আমরা যখন বিপদে পড়ি তখন প্রথমে মানুষের কাছে হাত পাতি, বন্ধুদের কাছে ধার চাই এবং বিভিন্ন ব্যাংকের দরজায় কড়া নাড়ি।কিন্তু একটা সময় আসে যখন আপন মানুষগুলোও পর হয়ে যায়, ফোন রিসিভ করা বন্ধ করে দেয় এবং রাস্তা দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।আপনি হয়তো অনেক ব্যবসা করার চেষ্টা করেছেন, অনেক পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু দিনশেষে লাভের চেয়ে ক্ষতির অংকটাই বড় হয়েছে। আসলে দুনিয়াবি সব দরজা যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে যে আসমানের দরজা খোলার সময় হয়েছে।মানুষ আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারে, অপমান করতে পারে, কিন্তু মহান রব কখনও তার বান্দাকে খালি হাতে ফেরান না। এই অধ্যায়ে আমরা শিখব যে, যতক্ষণ না আমরা আমাদের রুহ বা আত্মাকে পবিত্র করছি এবং মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক করছি, ততক্ষণ দুনিয়ার কোনো কৌশল কাজে আসবে না।

হাজারো মানুষ এই ভুলটিই করে, তারা টাকার পেছনে দৌড়ায় কিন্তু যিনি টাকার মালিক তার কাছে সঠিক নিয়মে চায় না।আজ থেকে আমরা মানুষের কাছে হাত পাতা বন্ধ করব এবং এমন এক সত্তার কাছে চাইব যিনি দিলে কেউ আটকাতে পারে না।

অধ্যায় ৩: গোপন রহস্যের সন্ধান ও পূর্বসূরিদের আমল

বহু বছর আগে এক বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে জঙ্গলে ইবাদতে মগ্ন হয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই তিনি এই ১১ দিনের গোপন আমলটি পেয়েছিলেন। এই আমলটি কোনো সাধারণ দোয়া নয়, এটি হলো কুরআনের নূর এবং আল্লাহর বিশেষ নামের এক অলৌকিক সংমিশ্রণ যা আসমানে কম্পন সৃষ্টি করে।যুগে যুগে বড় বড় ওলি-আউলিয়া এবং সাধকগণ যখনই আর্থিক সংকটে পড়েছেন, তখনই তারা এই ১১ দিনের বিশেষ সাধনাটি করেছেন এবং গায়েবিভাবে সাহায্য পেয়েছেন।এই রহস্যময় আমলটি এতদিন গোপন ছিল বা মানুষ সঠিক নিয়মে পালন করত না বলে তারা ফল পেত না, কিন্তু আজ তা আপনাদের সামনে উন্মুক্ত করা হচ্ছে।এটি এমন এক চাবি যা ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানলে আপনি দেখতে পাবেন কীভাবে শুষ্ক মরুভূমিতেও পানির নহর বয়ে যায়।যারা এই আমলটি পূর্ণ একিন বা বিশ্বাসের সাথে করেছেন, তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তাদের ঋণ কীভাবে শোধ হয়েছে তা তারা নিজেরাও কল্পনা করতে পারেননি।এটি কোনো জাদু নয়, এটি

হলো মহান আল্লাহর কালামের মোজেজা যা বিশ্বাসীদের জন্য এক বিশাল নিয়ামত।

অধ্যায় ৪: শরীর ও মনের প্রস্তুতি এবং পবিত্রতা অর্জন

যেকোনো বড় আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করার আগে নিজেকে মাটির মতো নম্র এবং আয়নার মতো স্বচ্ছ করে তুলতে হয়।এই আমলটি শুরু করার আগে আপনাকে অবশ্যই সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করতে হবে এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আর কখনো সুদের কারবারে জড়াবেন না।আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনার শরীর, পোশাক এবং ইবাদতের স্থান সম্পূর্ণ পবিত্র ও সুগন্ধিময়, কারণ ফেরেশতারা সুগন্ধি ও পবিত্রতা পছন্দ করেন।আপনার মন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ এবং অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে, কারণ অপবিত্র অন্তরে আল্লাহর নূর প্রবেশ করে না।আপনাকে হালাল খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ হারাম খাবার পেটে থাকলে কোনো দোয়া কবুল হয় না, তা আপনি যত কান্নাকাটিই করুন না কেন। এই প্রস্তুতির সময়টি হলো আপনার মোবাইল ফোনের চার্জ দেওয়ার মতো, চার্জ না থাকলে যেমন ফোন চলে না, তেমনি আত্মিক প্রস্তুতি ছাড়া আমল কাজ করে না।তাই আমল শুরু করার আগের দিনগুলোতে নিজেকে শান্ত রাখুন, কম কথা বলুন এবং বেশি বেশি ইস্তিগফার পড়ুন।

অধ্যায় ৫: তাহাজ্জুদের নীরবতা ও আল্লাহর সাথে কথোপকথন

এই ১১ দিনের আমলের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এবং শক্তিশালী সময় হলো গভীর রাত বা তাহাজ্জুদের সময়, যখন দুনিয়ার কোলাহল থেমে যায়।মহান আল্লাহ তায়ালা এই সময়ে প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং বান্দাদের ডাকেন, কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দেব। আপনি যখন গভীর রাতে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলবেন, তখন সেই পানির ফোঁটা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।দিনের বেলার ইবাদত আর রাতের বেলার ইবাদতের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, রাতের ইবাদত হলো তীরের মতো যা সরাসরি লক্ষ্যে আঘাত করে।এই সময়টিতে আপনার এবং আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা থাকে না, আপনি যা চাইবেন এবং যেভাবে চাইবেন, আল্লাহ তাই কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ।তাহাজ্জুদের এই নীরব মুহূর্তে আপনার মনের সব কথা, সব কষ্ট এবং ঋণের সব বোঝার কথা আপনার রবকে খুলে বলুন বন্ধুর মতো।মনে রাখবেন, যে রাত জাগতে জানে, তার ভাগ্য কখনও ঘুমিয়ে থাকে না, তার কপাল খুলবেই।

অধ্যায় ৬: ১১ দিনের মূল সাধনা ও নিয়মাবলি (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)

এটিই সেই অধ্যায় যেখানে আমরা ১১ দিনের মূল সাধনা বা ওয়াজিফাটির নিয়ম বিস্তারিত জানব, যা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং পালন করতে হবে।

এই সাধনাটি যেকোনো আরবি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ শুক্রবার রাতে শুরু করতে হবে এবং টানা ১১ দিন কোনো বিরতি ছাড়া চালাতে হবে।প্রতিদিন একই সময়ে, একই পোশাকে এবং একই জায়নামাজে বসে কিবলামুখী হয়ে চোখের পানি ফেলে এই আমলটি করতে হবে।

প্রথমে অজু করে শরীরে আতর মেখে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করবেন, যার প্রতিটি সিজদায় আল্লাহর কাছে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করবেন।

নামাজ শেষে ১১ বার দুরুদ শরীফ (সালাত ইব্রাহিম) পাঠ করবেন, যা দোয়ার দরজা খুলে দেয়।

এরপর ১০০০ বার পাঠ করবেন "ইয়া মুসাব্বিবাল আসবাব, ইয়া রাজ্জাকু, **ইয়া ফাত্তাহু"–এই তিনটি নাম একসাথে মিলিয়ে পূর্ণ মনোযোগের সাথে।**

প্রতি ১০০ বার পড়ার পর আল্লাহর কাছে হাত তুলে বলবেন, "হে আল্লাহ, আমি নিঃস্ব, আপনি আসবাব বা মাধ্যমের মালিক, আমার জন্য হালাল রুজির এবং ঋণ মুক্তির গায়েবি দরজা খুলে দিন।'

পাঠ শেষ হলে আবার ১১ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবেন এবং সিজদায় গিয়ে কান্নাকাটি করে মোনাজাত করবেন।

এই ১১ দিনের মধ্যে একদিনও বাদ দেওয়া যাবে না এবং এই আমলের কথা কাজ হওয়ার আগে কাউকে বলা যাবে না। সাধনা চলাকালীন কোনো প্রাণীর ছবিযুক্ত ঘরে নামাজ পড়বেন না এবং মিথ্যা কথা সম্পূর্ণ বর্জন করবেন।ইনশাআল্লাহ, এই ১১ দিনের মধ্যেই আপনি কোনো না কোনো সুসংবাদ পাবেন বা আপনার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করবেন যা আপনাকে বিজয়ের পথ দেখাবে।

অধ্যায় ৭: পরিবর্তনের প্রথম ইঙ্গিত ও মানসিক প্রশান্তি

আমলটি শুরু করার তিন থেকে চার দিন পর থেকেই আপনি নিজের ভেতরে এবং বাইরের পরিবেশে এক অলৌকিক পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। প্রথমে আপনার বুকের ওপর থেকে সেই ভারী পাথরটি সরে যাবে এবং আপনি অদ্ভুত এক মানসিক প্রশান্তি অনুভব করবেন যা কোটি টাকা দিয়েও কেনা যায় না।আপনি লক্ষ্য করবেন যে, পাওনাদাররা যারা আগে খুব খারাপ আচরণ করত, তারা হঠাৎ করেই নমনীয় আচরণ শুরু করেছে

বা আপনাকে সময় দিচ্ছে।আপনার পরিবারের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ এবং অশান্তি ছিল, তা দূর হয়ে গিয়ে এক রহমতের ছায়া নেমে আসবে। আপনার মনে হবে যেন কেউ অদৃশ্যভাবে আপনার হাত ধরে আছে এবং আপনাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিচ্ছে।ঘুমের মধ্যে আপনি ভালো স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন এবং আপনার ইবাদতে এমন মনোযোগ আসবে যা আগে কখনো ছিল না।এগুলো হলো আল্লাহর রহমতের প্রথম লক্ষণ, যা ইঙ্গিত দেয় যে আপনার দোয়া কবুল হওয়ার পথে রয়েছে।

অধ্যায় ৮: শয়তানের ধোঁকা ও ঈমানের কঠিন পরীক্ষা

মনে রাখবেন, যখনই আপনি কোনো শক্তিশালী আমল শুরু করবেন এবং আল্লাহর কাছাকাছি যাবেন, শয়তান তখন আপনাকে থামানোর জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে।আমলের মাঝপথে আপনার মনে হতে পারে যে কিছুই হচ্ছে না, বা হঠাৎ করে কোনো নতুন বিপদ সামনে এসে দাঁড়াতে পারে।আপনার শরীর অলস হয়ে যেতে পারে, ঘুমের তীব্র চাপ আসতে পারে অথবা কোনো দুনিয়াবি ঝামেলা আপনাকে জায়নামাজ থেকে উঠিয়ে দিতে চাইতে পারে।শয়তান আপনার মনে ওয়াসওয়াস বা কুমন্ত্রণা দেবে যে, "এসব করে কোনো লাভ নেই, তুমি বরং অন্য পথে চেষ্টা করো।' কিন্তু খবরদার, এই সময়টিই হলো আপনার আসল পরীক্ষা, আপনাকে পাহাড়ের মতো অটল থাকতে হবে।যদি আপনি এই ধোঁকায় পা দিয়ে আমল ছেড়ে দেন, তবে আপনি বিজয়ের একদম কাছে

এসেও হেরে যাবেন।এই কঠিন মুহূর্তে শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন এবং মনে করুন যে এটি ভোরের আগের অন্ধকার, সূর্য উঠবেই।

অধ্যায় ৯: গায়েবি সাহায্যের আগমন ও অলৌকিক ঘটনা

যখন আপনি ১১ দিনের এই সাধনা পূর্ণ করবেন এবং শয়তানের সব বাধা অতিক্রম করবেন, তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে গায়েবি সাহায্য আসা শুরু হবে।এমন উৎস থেকে আপনার কাছে টাকা আসবে যা আপনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি—হয়তো কোনো পুরনো আটকে থাকা টাকা ফেরত পাবেন, অথবা ব্যবসায় হঠাৎ বড় কোনো লাভ হবে।হতে পারে কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি বা মাধ্যম আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে, অথবা আপনার ঋণ মাফ হওয়ার কোনো অলৌকিক ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যাবে।আমরা এমনও দেখেছি যে, একদম শেষ মুহূর্তে যখন সব আশা শেষ, ঠিক তখনই আল্লাহর রহমতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আপনার আয়ের মধ্যে এমন বরকত তৈরি হবে যে অল্প টাকাতেই আপনার সব প্রয়োজন মিটে যাবে এবং সঞ্চয় হতে থাকবে।এটিই হলো সেই মুহূর্ত যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ তায়ালা সত্যিই "রাজ্জাক" এবং তিনি চাইলে মুহূর্তের মধ্যে ভিখারিকে রাজা বানাতে পারেন।

অধ্যায় ১০: নতুন জীবনের শুরু ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ঋণমুক্ত হওয়ার পর এবং স্বচ্ছলতা ফিরে পাওয়ার পর আপনার জীবনটা সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু হবে, যেন আপনি নতুন করে জন্ম নিয়েছেন। আপনার সম্মান আবার ফিরে আসবে, সমাজের মানুষ আপনাকে ইজ্জতের চোখে দেখবে এবং আপনার পরিবারে হাসিখুশি ফিরে আসবে। কিন্তু সাবধান, বিপদ কেটে গেলে আল্লাহকে ভুলে যাবেন না, বরং কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আদায় করা আরও বাড়িয়ে দিন।আপনার এই নতুন সম্পদে গরিব-দুঃখীর হক আদায় করুন, কারণ দান করলে সম্পদ কমে না বরং কয়েকগুণ বেড়ে যায়।এই ১১ দিনের শিক্ষা এবং আল্লাহর সাথে গড়ে ওঠা এই সম্পর্কটি সারা জীবনের জন্য ধরে রাখুন। মনে রাখবেন, আপনি একসময় কোথায় ছিলেন এবং আল্লাহ আপনাকে কোথায় তুলে এনেছেন, এই কৃতজ্ঞতাবোধ আপনাকে আর কখনও নিচে নামতে দেবে না।আজ আপনি মুক্ত, আজ আপনি বিজয়ী, কারণ আপনি আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরেছিলেন।

শিক্ষণীয় উপসংহার:

প্রিয় দর্শক, আজকের এই ভিডিও থেকে আমরা শিখলাম যে, দুনিয়ার কোনো শক্তিই আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহ চান।ঋণ বা অভাব কোনো অভিশাপ নয়, বরং এটি আপনাকে আল্লাহর

কাছে ফিরিয়ে আনার একটি মাধ্যম।এই ১১ দিনের আমলটি শুধু ঋণের টাকাই শোধ করবে না, বরং আপনাকে একজন খাঁটি মুমিন হিসেবে গড়ে তুলবে। বিশ্বাস রাখুন, আমল করুন এবং ধৈর্যের সাথে ফলাফলের অপেক্ষা করুন।

মেগাক্লাস এর ১২ টি টপিক (কামিং সুন):

১. ব্যবসায় কাস্টমার ও বিক্রি ১০০ গুণ বাড়ানোর পরীক্ষিত গোপন নকশা।

২. পাওনা টাকা বা আটকে থাকা টাকা দ্রুত ফেরত পাওয়ার আমল।

৩. দোকানের বেচাকেনায় জিনের বাধা দূর করে রিযিক বৃদ্ধির উপায়।

৪. সারা জীবন পকেট ও ব্যাংক ব্যালেন্স ভরা রাখার কুদরতি থলি।

৫. চাকরি ও প্রমোশন পাওয়ার জন্য বসকে বশ করার হালাল তদবির।

৬. অভাব-অনটন দূর করে ঘরকে রাজপ্রাসাদ বানানোর সুরা ওয়াকিয়ার আমল।

৭. লটারি বা আকস্মিক বড় অংকের হালাল টাকা পাওয়ার বিশেষ জিকির।

৮. ঋণদাতাদের মুখ বন্ধ রাখা ও সময় পাওয়ার শক্তিশালী কৌশল।

৯. নিজের বাড়ি বা জমি কেনার স্বপ্ন পূরণের ৪০ দিনের সাধনা।

১০. কৃপণতা দূর করে হাতে বরকত ও সঞ্চয় বাড়ানোর নিয়ম।

১১. মামলা ও ঋণের ঝামেলা থেকে জামিন ও মুক্তি পাওয়ার আমল।

১২. ধনী ব্যক্তিদের নজরে পড়া ও তাদের সাহায্য পাওয়ার রুহানি আকর্ষণ।

আপনার জন্য আমার একটি ছোট্ট পদক্ষেপ:

আপনি কি চান আমি আপনার জন্য খাস করে দোয়া করি এবং এই আমলটি শুরু করার জন্য একটি শুভ দিনক্ষণ নির্ধারণ করে দিই? তাহলে কমেন্ট বক্সে আপনার নাম এবং 'আমিন' লিখুন, ইনশাআল্লাহ আমি আমার পরবর্তী তাহাজ্জুদে আপনাদের সকলের নাম ধরে দোয়া করব। দেখা হবে আগামী ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদের হেফাজতে রাখুন।

আসসালামু আলাইকুম।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত

হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন।আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন। জাঝাকাল্লাহু খাইরান।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732